অনীক

জুলাই ২০১০ ❑ বর্ষ ৪৭ : সংখ্যা ১

বিষয় : সমাজ–বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লব

সম্পাদকীয়

পরিবর্তন আসবে কোন্ পথে?

আমাদের চারদিকে এখন অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে ‘পরিবর্তন’-এর হাওয়া। এ পরিবর্তন কিন্তু আমাদের ঈপ্সিত সেই পরিবর্তন নয়, যা দেশের ব্যাপক মানুষের মৌলিক স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারে। কেননা, এই ‘পরিবর্তন’সমস্ত রকম শোষণ-নিপীড়ন-সন্ত্রাসের মূল উৎস বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে এবং তার ধারক-বাহক শোষকশ্রেণীগুলির নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেই মানুষের কল্যাণ সাধনের অলীক প্রচেষ্টা চালায়। কেননা, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করে পাল্টা এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে, ক্রমে ক্রমে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থারও বিলীন হয়ে যাবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের সবার স্বপ্নের সেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সামান্যতম সম্ভাবনাও রচিত হবে না, হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব বিরাজমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করে সেই নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা? তার তো এমন কোনো বাঁধা-ধরা ‘রেডিমেড’ ফর্মুলা নেই যার প্রয়োগ ঘটালেই একে উৎখাত করে সেই নতুন সমাজ গড়ে তোলা যাবে! প্রত্যেক দেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই তো ঠিক করতে হবে সেদেশের সমাজ-বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল। প্রচণ্ড শক্তিধর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎপাটিত করতে হলে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াই সুনিশ্চিতভাবেই যে চালাতে হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম থেকেই কি শুরু করতে হবে সেই সশস্ত্র লড়াই? না তার কোনো প্রস্তুতিপর্ব দরকার হবে? আইনি বা অ-সশস্ত্র লড়াই? কিংবা সর্বজনীন ভোটাধিকার-ভিত্তিক সংসদীয় নির্বাচনকে কি কাজে লাগাতে হবে সমাজ-বিপ্লবের প্রক্রিয়ায়?

এ সব প্রশ্ন নিয়েই দীর্ঘ দিন ধরে চলছে বিতর্ক দেশে দেশে, আমাদের দেশেও, এবং চলবেও, যতোদিন না সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। এবং সম্প্রতিকালে আমাদের দেশে অনেক বেশি ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে এই বিতর্ক ভারতের মধ্যাঞ্চলের বিস্তৃত আদিবাসী-অধ্যুষিত পাহাড়ি ও জঙ্গল এলাকাগুলিকে ‘মাওবাদীরা’, অর্থাৎ সিপিআই(মাওবাদী) দলটি তাঁদের নিজস্ব পন্থায় বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেবার ও সেখানে সক্রিয়তা বাড়াবার প্রেক্ষিতে। এই অঞ্চলগুলি, হাজার হাজার বছর ধরে যা বাসভূমি আমাদের দেশের সবচেয়ে শোষিত নির্যাতিত কোটি কোটি আদিবাসী জনতার, এখন এদেশে সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সবচেয়ে মুনাফাজনক মৃগয়াভূমি। মাওবাদীদের নেতৃত্বে আদিবাসীদের প্রতিরোধের তীব্রতা বাড়ছে, পরিণতিতে সংকটাপন্ন পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত শক্তি নিয়ে— শুরু হয়েছে যুদ্ধ, ক্রমশই তা ছড়িয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে সেই লড়াইগুলিকে নৈতিক সমর্থন জানালেও, অনেকেই কিন্তু ‘মাওবাদীদের’ অনুসৃত অনেক কার্য-কলাপকে সমর্থন জানাতে পারছেন না, কিংবা সেগুলিকে সমাজ-বিপ্লবের সঠিক পন্থা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। বিতর্কের উৎস এখানেই। এবং সেই বিতর্কটিকেই আমরা *অনীক*-এর এই সংখ্যায় তুলে ধরতে চাইছি।

এই বিতর্কে অংশ নেবার জন্য স্বভাবতই আমরা শুধু তাঁদেরকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যাঁরা অন্তত তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, সমাজ-বিপ্লবে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিকে, এবং তার প্রাক্-শর্ত হিসেবে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করার আবশ্যিকতাকে স্বীকার করেন। এই সংখ্যায় অনেকে যেমন লিখেছেন ব্যক্তিগতভাবে, অনেকে আবার লিখেছেন তাঁদের পার্টির পক্ষ থেকে। অবশ্যই সিপিআই(মাওবাদী)-র প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এতে অন্তর্ভুক্ত করাটা দরকার ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে সেটা সম্ভব হয় নি, তাই তাদের রাজনৈতিক দলিল থেকে প্রাসঙ্গিক অবস্থানগুলি আমরা প্রকাশ করেছি।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সমাজ-বিপ্লব ছাড়া মেহনতি মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, তাঁরা যদি এই সংখ্যায় বিধৃত বিতর্ককে প্রয়োজনীয় ও সহায়ক মনে করেন, একমাত্র তাহলেই আমরা আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করবো।

সম্পাদকীয় ❑ আজাদের হত্যাকাণ্ড এবং আমাদের প্রতিবাদ

গত পয়লা জুলাই সিপিআই(মাওবাদী) দলের অন্যতম প্রধান নেতা আজাদ এবং তাঁর একজন সঙ্গীকে ‘সংঘর্ষ’- এর গল্প ফেঁদে ভারতের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রীয়বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। রাষ্ট্রীয়বাহিনীর পক্ষে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন বা নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ‘মাওবাদীদের’ বিরুদ্ধে মনমোহন-চিদাম্বরম থেকে বুদ্ধ-বিমান পর্যন্ত সবারই দীর্ঘদিনের অভিযোগ, তাঁরা আইনি বিধি ভঙ্গ করে মানুষ খুন করেন। কোন্ আইনে তাহলে সেইসব ‘শান্তিপ্রিয়’ শাসকেরা এই হত্যাকাণ্ডে মদৎ দিলেন? তার চেয়েও বড়ো কথা, সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তি যখন ‘মাওবাদী’-দমনের নামে ভারতের মধ্যাঞ্চলে বিপন্ন আদিবাসীদের ওপর বিপুলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এবং তার প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক মানুষ যখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের দাবি জানাচ্ছেন, যখন দুই পক্ষের প্রাথমিক সম্মতিক্রমে স্বামী অগ্নিবেশকে মধ্যস্থ করে আলোচনার প্রস্তুতি চলছে, এবং তাতে সিপিআই(মাওবাদী)-র পক্ষ থেকে দায়িত্বে রয়েছেন আজাদ নিজে, তখন তাঁকে এভাবে হত্যা করে সরকার আসলে সেই আলোচনাপ্রক্রিয়াকেই বানচাল করতে চাইছে কিনা, তা নিয়ে যুক্তিযুক্তভাবেই প্রশ্ন উঠছে। *অনীক* আজাদকে হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের চরম শাস্তি দাবি করছে।

আজাদ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যেই , তাই *অনীক*, প্রয়াত আজাদ ও তাঁর দলের অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে সমালোচনা থাকলেও, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

অনীক ❑ সমাজ–বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লব সংখ্যায় লিখেছেন:

সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় গৌতম নওলাখা বার্নার্ড ডি'মেলো অসীম চট্টোপাধ্যায় সন্তোষ রাণা দীপংকর ভট্টাচার্য প্রভাস ঘোষ
মইনুল হাসান মনোজ ভট্টাচার্য কেএন রামচন্দ্রন সুকান্ত রায় রতন খাসনবিশ পরিমল ঘোষ মালবিকা মিত্র
দীপংকর চক্রবর্তী এবং *ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল* (অংশ): সিপিআই (মাওবাদী) ❑ দাম : ২৫ টাকা